গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

মুদ্রণ তারিখ: সোমবার, আগস্ট ০১, ২০১৬

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৭

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৮

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৮

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৯

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

পরিবর্তনশীল বিশ্ব ব্যবস্থায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক কর্মকান্ড এখন বহুমাত্রিক। একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যম আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি সক্রিয়, প্রতিশ্রুতিশীল এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে এই মন্ত্রণালয় দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক আইনের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতের সাথে স্থলসীমা নির্ধারণ, ছিটমহল বিনিময় এবং ভারত ও মিয়ানমারের সাথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে সেনা এবং পুলিশ সদস্য প্রেরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অভিবাসন বিষয়ে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় সফলতার সাথে অংশ নিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় লক্ষণীয় ভূমিকা পালনসহ IMO, OPCW, GFMD ছাড়াও জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন অংগসংগঠনসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, অভিবাসন, পোশাক শিল্প শ্রমিক অধিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাফল্যের সাথে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন এবং এ বিষয়ে সংঘটিত নেতিবাচক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু, বিদেশস্থ প্রায় সকল মিশনে এমআরপি (মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিশনে এমআরভি (মেশিন রিডেবল ভিসা) সুবিধা চালু করে প্রবাসী বাংলাদেশীসহ বাংলাদেশে আগমনেচ্ছু বিদেশীদের এতদসংক্রান্ত সেবায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অপ্রতুল জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো এবং বিদেশে সংঘটিত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য অর্থ ও আনুষঙ্গিক সাহায্যের অপর্যাপ্ততা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি আরো জোরদার করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিক-নির্দেশনায় সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের জনবল কাঠামো বৃদ্ধি ও সুষমীকরণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সদর দপ্তরের জনবল কাঠামো ১১৪ থেকে ১৭৫ পর্যন্ত উন্নীতকরণ এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের কূটনৈতিক উইং এর জন্য স্বল্প মেয়াদে (২০১৫-২০১৭) ৯৪ জন, মধ্য মেয়াদে (২০১৮-২০) ৪৯ জন এবং দীর্ঘমেয়াদে (২০২১-২৪) ৩০ জন অতিরিক্ত জনবল চেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করা এ মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত কাজ। যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিরাপদ প্রত্যাবসনের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত অন্যান্য দেশের দূতাবাস এবং উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থাসমূহের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে এ মন্ত্রণালয়ের।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- বিদেশস্থ নতুন ৬টি বাংলাদেশ মিশনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এম. আর. পি.) এবং ৫ টি বাংলাদেশ মিশনে মেশিন রিডেবল ভিসা (এম. আর. ভি.) প্রদান কার্যক্রম চালুকরণ;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট প্রদানের সময়সীমা ৩০ দিন থেকে ২৫ দিনে হ্রাস করা;
- বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যমেলা আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যবাজার সম্প্রসারণ;
- মালয়েশিয়াসহ যেসকল দেশে শ্রমরপ্তানী বন্ধ রয়েছে তা চালুকরণ এবং আফ্রিকা মহাদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণ;
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারিত্বের সম্পর্ক জোরদারকরণ এবং
- আফ্রিকা মহাদেশের আলজেরিয়া ও রুমানিয়াতে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন।

উপক্রমণিকা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৬ সালের আগস্ট মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দে

১.১ রূপকল্প (Vision):

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

উপযোগিতাভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতিকে সামনে রেখে একটি দক্ষ ও পরিমার্জিত কূটনৈতিক সার্ভিস গড়ে তোলা।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উদীয়মান, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল একটি রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং (enhancement)।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন ও সুসংহতকরণ
২. আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ
৩. দ্রুততর ও সুদক্ষ কনস্যুলার সেবা প্রদান
৪. বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সহায়তা
৫. অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনার আয়োজন ও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ
৬. জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সক্রিয়, নেতৃত্বশীল ও সফল অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাবমূর্তির উন্নয়ন
৭. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যথোপযুক্ত অভিযোজন।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. সকল রাষ্ট্র, বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
২. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আলোচনা ও সংলাপে অংশগ্রহণ;
৩. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;
৪. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কাঠামোর অংশ হিসেবে চলমান বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে সক্রিয় এবং নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন;
৫. কূটনৈতিক এবং কনস্যুলার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে প্রবাসীগণকে বিভিন্ন কনস্যুলার এবং কল্যাণমূলক সেবা প্রদান;
৬. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা;
৭. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা অধিকতর দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশে নতুন নতুন মিশন স্থাপন;

৮. বৈদেশিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়/ইস্যুতে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

৯. অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ (যেমন, বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যবাজার সম্প্রসারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্রমবাজার সম্প্রসারণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ) এবং

১০. মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল বিদেশ সফর আয়োজন, বিদেশী রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর আয়োজন এবং এতদসংক্রান্ত রাষ্ট্রাচার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।